বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর অধীন সমাপ্ত ১৬ (ষোল) টি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

নির্বাহী প্রকৌশলী'র দপ্তর
নওগাঁ পওর বিভাগ
বাপাউবো, নওগাঁ।

নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর অধীন সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

(ক) সমাপ্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ঃ

১। রক্তদহ-লোহাচূড়া বিল নিষ্কাশন স্কীম প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার সদর, রানীনগর এবং আত্রাই উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ৩টি উপজেলার মোট ১১,৪০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি ছোট যমুনা ও আত্রাই নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে এবং রক্তদহ-লোহাচূড়া বিলের পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ছোট যমুনা ও আত্রাই নদীর বামতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও পানি নিষ্কাশন খাল, রেগুলেটর এবং কৃষি কাজের সেচ সহায়তার লক্ষ্যে সেচ ইনলেট নির্মানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় রক্তদহ-লোহাচূড়া বিল নিষ্কাশন প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল (HYV) বোরো ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ-

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ**	**২৪৩.১৮ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ**	**৩৫.০০ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ**	**০৫ টি**
৪। খাল খনন	**ঃ**	**৩৭.৮৪ কিঃমিঃ**
৫। ইনলেট/আউটলেট	**ঃ**	**০৮ টি**
৬। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ**	**১৯৭২-৭৩**
৭। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ**	**১৯৭৮-৭৯**

২। নওগাঁ পোল্ডার-১ উপ-প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার সদর, রানীনগর, আত্রাই, মান্দা ও মহাদেবপুর উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ৫টি উপজেলার মোট ৪৬,১০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমির বোরো ফসল আত্রাই ও ছোট যমুনা নদীর আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হতো এবং বন্যা জনিত কারনে আমন মৌসুমে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না। ইহা ছাড়া পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বিস্তীর্ণ নীচু এলাকায় বন্যা পরবর্তী সময়ে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না। ইহা ছাড়া পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বিস্তীর্ণ নীচু এলাকায় বন্যা পরবর্তী সময়ে চাষাবাদ করা সম্ভব হতো না। উক্ত ৪৬,১০০ হেক্টর (প্রায়) এবং ৩৭০০০ (নীট) আবাদযোগ্য জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান এর সুয়োগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ-

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ**	**১০৪০০.০০ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মান	**ঃ**	**৬৬.৫৭ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ**	**০৪ টি**
৪। ক্রস রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ**	**০৪ টি**
৫। ড্রেনেজ স্লুইচ	**ঃ**	**০৫ টি**
৬। ব্রীজ /কালভার্ট	**ঃ**	**০৮ টি**

৭। ব্রিক ম্যাট্রেসিং ও রিভেটমেন্ট	ঃ	৬৪০০০ বঃমিঃ ও ৭৫১০ ঘঃ মিঃ
৮। রাস্তা উন্নয়ন	ঃ	৬১.২১ কিঃমিঃ
৯। সেচ ইনলেট	ঃ	১৪১ টি
১০। পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	ঃ	২
১১। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	১৯৮৬-৮৭
১২। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	১৯৯৩-৯৪

৩। তুলশীগঙ্গা উপ-প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার সদর, বদলগাছী, ধামুইরহাট উপজেলা এবং জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলাধীন উল্লেখিত ৪টি উপজেলার মোট ২৫,০০০ হেক্টর (নওগাঁ অংশে ১৫,০০০ হেক্টর এবং জয়পুরহাট অংশে ১০,০০০ হেক্টর) এলাকার মধ্যে উপকৃত ২১,০০০ হেক্টর এলাকার (নওগাঁ অংশে ১২,০০০ হেক্টর এবং জয়পুরহাট অংশে ৮,০০০ হেক্টর) ফসলী জমি বন্যার কবল হইতে রক্ষার নিমিত্তে এবং পানি নিষ্কাশন সুবিধা প্রদানের লক্ষে প্রকল্পের আওতায় ছোট যমুনা নদীর বামতীর এবং তুলশীগঙ্গা নদীর ডানতীর বরারব বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রকল্পের অভ্যন্তরে নিষ্কাশন খাল, রেগুলেটর, মাইনর স্লুইচ এবং কৃষি কাজের সহায়তার লক্ষে সেচ ইনলেট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় তুলশীগঙ্গা উপ-প্রকল্পটি উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নরে ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। উল্লেখ্য জয়পুরহাট জেলার অবস্থিত এ প্রকল্পের সকল অংগ সমূহ বিগত ২০-০৭-২০১৭ ইং তারিখে জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, জযপুরহাট কে হস্তান্তর করা হয়।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ-

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১৮৯.০০ লক্ষ
২। বাঁধ নির্মাণ	ঃ	৬২.০০ কিঃমিঃ
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	ঃ	১০ টি
৪। খাল খনন	ঃ	২৩.৬০ কিঃমিঃ
৫। ইনলেট /আউটলেট	ঃ	২৪ টি
৬। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ	১৯৭৪-৭৫
৭। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ	১৯৮৫-৮৬

৪। নাগর ভ্যালী উপ-প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার রানীনগর ও আত্রাই, উপজেলা এবং নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১৪,২০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি আত্রাই ও নাগর নদীর কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে আত্রাই নদীর বামতীর এবং নাগর নদীর ডানতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, রেগুলেটর এবং কৃষি কাজের সেচ সহায়তার লক্ষে সেচ ইনলেট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় নাগরভ্যালী উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল (HYV) বোরো ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ১৫৭০.৮৩ লক্ষ
২। বাঁধ নির্মাণ	ঃ ৫৮.০০ কিঃমিঃ
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	ঃ ০৭ টি

৪। ইনলেট/আউটলেট	ঃ ৫০ টি
৫। নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ	ঃ ১.৫০ কিঃমিঃ
৬। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ২০০০-২০০১
৭। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ২০০৪-২০০৫

৫। আপার নাগর ভ্যালী উপ-প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি বগুড়া জেলার আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া উপজেলার অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উল্লেখিত উপজেলার প্রায় ৪১০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি নাগর নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে নাগর নদীর বামতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, রেগুলেটর এবং কৃষি কাজের সেচ সহায়তার লক্ষ্যে নিষ্কাশন খাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় আপার নাগরভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দ্যেশ্য হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল (HYV) বোরো ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৬৭৯.৬০ লক্ষ
২। বাঁধ নির্মাণ	ঃ ২৫.৫৫ কিঃ মিঃ
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	ঃ ০৭ টি
৪। খাল খনন	ঃ ৪.৫০ কিঃমিঃ
৫। ইনলেট/আউটলেট	ঃ ২৬ টি
৬। প্রকল্পের আরাম্ভ	ঃ ১৯৮৮-৮৯
৭। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ১৯৯৪-৯৫

৬। পোল্ডার-সি প্রকল্প

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার মান্দা ও আত্রাই উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উল্লেখিত উপজেলার প্রায় ৭৬৯৩১ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি আত্রাই নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে আত্রাই নদীর ডানতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় পোল্ডার-সি প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল (HYV) বোরো ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	ঃ ৬০.০০ লক্ষ
২। বাঁধ নির্মাণ	ঃ ৫৮.০০ কিঃমিঃ
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	ঃ ০৫ টি
৪। প্রকল্পের আরম্ভ	ঃ ১৯৮০-১৯৮১
৫। প্রকল্পের সমাপ্তি	ঃ ১৯৮৫-১৯৮৬

৭। পোল্ডার-ডি প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার মান্দা ও নিয়ামতপুর উপজেলা এবং রাজশাহী জেলার, পবা, মেহেরপুর, তানোর ও বাগমারা উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উল্লেখিত উপজেলার প্রায় ৫৩০৫৬ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি আত্রাই নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে আত্রাই নদীর ডানতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় চলনবিল প্রকল্প পোল্ডার-ডি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল (HYV) বোরো ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে এবং নওগাঁ জেলার সহিত মান্দা ও নিয়ামতপুর উপজেলার যোগাযোগের একমাত্র সড়ক হিসাবে বাঁধটি ব্যবহৃত হইতেছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ ৪৩৯.০৩ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ ৫৫.০০ কিঃমি**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ ০৫ টি**
৪। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ ১৯৮২-৮৩**
৫। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ ১৯৮৮-৮৯**

৮। সিলিমপুর-ছালিগ্রাম উপ-প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামুইরহাট উপজেলা অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত উপজেলার প্রায় ৩৫৫৭ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি আত্রাই নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে আত্রাই নদীর বাম তীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, নদীর ভাঙ্গন রোধে বাঁধ পুনরাকৃতিকরন ও স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজকরন এবং নিষ্কাশন ও কৃষি কাজের সহায়তার জন্য রেগুলেটর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ ৮৬.০০ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ ১০.২৭ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ ০৩ টি**
৪। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ ১৯৯১-১৯৯২**
৫। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ ১৯৯৪-১৯৯৫**

৯। পত্নীতলা উপ-প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলা অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ২ টি উপজেলার প্রায় ১৯৫৫ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি আত্রই নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে আত্রাই নদীর বাম তীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, নিষ্কাশন ও কৃষি কাজের সহায়তার জন্য রেগুলেটর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পটির আওতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, রেগুলেটর এবং খাল খননের ফলে একদিকে যেমন বন্যার হাত হইতে ফসল, বাড়ী- ঘর, পশু-সম্পদ রক্ষা পাইতেছে তেমন নিষ্কাশন সুবিধা থাকায় সময়মত জমি প্রস্তুত করতঃ ব্যাপক ফসল উৎপাদন সম্ভব হইতেছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ ১২৭.০২ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ ২৬.১০ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ ০৫ টি।**
৪। অন্যান্য অবকাঠামো	**ঃ ৩১ টি**
৫। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ ১৯৯১-১৯৯২**
৬। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ ১৯৯৪-১৯৯৫**

১০। তুলসীগঙ্গা বামতীর বাঁধ নির্মাণ উপ-প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার সদর উপজেলা এবং জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ২টি উপজেলার মোট ১২,০০০ হেক্টর (নওগাঁ অংশে ৫,০০০ হেক্টর) এলাকার ফসলী জমি বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে ছোট যমুনা নদীর বামতীর এবং তুলশীগঙ্গা নদীর বামতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, রেগুলেটর এবং কৃষি কাজের সেচ সহায়তার লক্ষে সেচ ইনলেট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় তুলশীগঙ্গা বামতীর বাঁধ নির্মাণ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল (HYV) বোরো ফসলের উৎপাদন নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ ৮০২.৮৪ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ ১৪.৩১ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলের নির্মাণ	**ঃ ০১ টি**
৪। ইনলেট/আউটলেট	**ঃ ২২ টি**
৫। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ ১৯৯০-১৯৯১**
৬। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ ১৯৯৪-১৯৯৫**

১১। আত্রাই নদীর ডানতীর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার মান্দা, মহাদেবপুর, পত্নীতলা ও ধামুইরহাট উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ০৪ টি উপজেলার প্রায় ২০,৭০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি, বাড়ী-ঘর ও পশু সম্পদ আত্রাই নদীর বন্যায় প্রতি বৎসরই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আত্রাই নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে আত্রাই নদীর ডানতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, রেগুলেটর ও অন্যান্য অবকাঁঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সেচের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল বোরো, ইরি উৎপাদন সম্ভব হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ ৩২২৪.১৮ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ ৫১.৩০ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ ০৫ টি**
৪। ইনলেট/আউটলেট	**ঃ ৩৫ টি**

৫। নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ	**ঃ ১০.০০ কিঃমিঃ**
৬। নিষ্কাশন খাল	**ঃ ১.২৩ কিঃমিঃ**
৭। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ ২০০১-২০০২**
৮। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ ২০০৬-২০০৭**

১২। নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্পঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদর উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। নওগাঁ শহর এলাকাকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহে বন্যার পানি রোধ কল্পে এবং এলাকার ফসলী জমি রক্ষার্থে ছোট যমুনা নদীর উভয়তীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ আরসিসি ফ্লাড ওয়াল, নদীর ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ, নিষ্কাশন ও কৃষি কাজের সহায়তার জন্য আউটলেট নির্মাণ ও জনসাধারনের সুবিধার্থে ঘাট ও সিড়ি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ১৬০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে ছোট যমুনা নদীর তীরে বিদ্যমান নওগাঁ শহরসহ তৎসংলগ্ন প্রকল্প এলাকার বাঁধ ও ফসলী জমি রক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নওগাঁ শহরসহ তৎসংলগ্ন প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং বন্যা প্রতিরাধের দ্বারা শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ শহর এলাকা এবং সংলগ্ন এলাকা সমূহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হইবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ ৮০০৮.০০ লক্ষ**
২। নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	**ঃ ৭.৭৬ কিঃমিঃ**
৩। ইনলেট/ আউটলেট	**ঃ ৯০ টি**
৪। আরসিসি ফ্লাড ওয়াল	**ঃ ৬.৯৮৪ কিঃমিঃ**
৫। ঘাট ও সিড়ি	**ঃ ২০টি**
৬। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ ২০১০-২০১১**
৭। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ ২০১৫-২০১৬**

১৩। বদলগাছী বন্যা নিয়ন্ত্রণ উপ-প্রকল্পঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও বদলগাছী উপজেলা অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ২টি উপজেলার প্রায় ১৪০০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি ছোট যমুনা নদীর বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে যমুনা নদীর ডানতীর বরারব বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, রেগুলেটর ও কৃষি কাজের সহায়তার জন্য সেচ ইনলেট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্প ব্যয়	**ঃ ৮৪১.৫৭ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ ৩৭.৭৫ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ	**ঃ ০৬ টি**
৪। ইনলেট/আউটলেট	**ঃ ৩০ টি**

৫। প্রকল্পের আরম্ভ **ঃ ১৯৮৮-৮৯**
৬। প্রকল্পের সমাপ্তি **ঃ ১৯৯৩-৯৪**

১৪। আত্রাই নদীর ভাঙ্গন হতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ৩টি এলাকার তীর সংরক্ষন এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী খাল পুনঃখনন প্রকল্পঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও মান্দা উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ২টি উপজেলার প্রায় ৪৬১০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি আত্রাই নদীর ডানতীর ও বামতীরের বাঁধকে নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষার নিমিত্তে প্রকল্পটি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পনি সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে ফসল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং জনগনের দুর্ভোগ হ্রাস করা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্পের ব্যয় **ঃ ২৪০৯.৩৬ লক্ষ টাকা।**
২। নদী তীর প্রতিরক্ষা মূলক কাজ **ঃ ১.৩০ কিঃমিঃ**
৩। খাল পুনঃখনন **ঃ ১২.০১ কিঃমিঃ**
৪। ড্রেজিং **ঃ ২.৬২০ কিঃমিঃ**
৫। প্রকল্পের আরম্ভ **ঃ ২০১৬**
৬। প্রকল্পের সমাপ্তি **ঃ ২০১৮**

১৫। নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প ঃ

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। উল্লেখিত ২টি উপজেলার প্রায় ৪১৬০০ হেক্টর এলাকার ফসলী জমি বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প, রেগুলেটর ও কৃষি কাজের সহায়তার জন্য সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রম গৃহীত হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পনি সংরক্ষণ ও নিষ্কাশন সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে ফসল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং জনগনের দুর্ভোগ হ্রাস করা। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সীমিত সেচ সুবিধার উন্নয়নের ফলে বৎসরের অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ

১। প্রকল্পের ব্যয় **ঃ ৪১৯৫.৭৫ লক্ষ**
২। বাঁধ নির্মাণ **ঃ ১৪.০০ কিঃমিঃ**
৩। রেগুলেটর নির্মাণ **ঃ ১টি**
৪। ইনলেট **ঃ ১০ টি**
৫। খাল পুনঃখনন **ঃ ২০.০০ কিঃমিঃ**
৬। বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ **ঃ ০.৮০০ কিঃমিঃ**
৭। প্রকল্পের আরম্ভ **ঃ সেপ্টেম্বর/২০১৬**
৮। প্রকল্পের সমাপ্তি **ঃ জুন/২০১৯**

১৬। সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্পটি নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট ও সাপাহার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর বামতীর ভাঙ্গন রক্ষা করা এবং ধামুইরহাট উপজেলার শিমুলতলী বিত্তপি এবং তৎসংলগ্ন এলাকা আত্রাই নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে আত্রাই নদীর বামতীরে বিদ্যমান বাঁধ ও আবাদযোগ্য ফসলী জমি ভাঙ্গনের কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে। সর্বোপরি নদীর ক্রমাগত ভাঙ্গনের কবল হইতে বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের সীমানা সংরক্ষণ সম্ভব হইতেছে। এই প্রকল্পের দ্বারা সীমান্ত নদী পুনর্ভবার নদীর বামতীরে বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেই সঙ্গে ফসলী জমি বন্যার কবল হতে রক্ষার নিমিত্তে এবং পানি নিষ্কাশন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় পুনর্ভবার নদীর বামতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রকল্পের অভ্যন্তরে নিষ্কাশন খাল, ওয়্যার, রেগুলেটর এবং কৃষি কাজে সেচ সহায়তার লক্ষ্যে সেচ ইনলেট ও আউটলেট নির্মাণের প্রয়োজীনতা অনুভূত হয়। এই বিবেচনায় উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম গৃহীত হয়।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১। প্রকল্পের ব্যয়	**ঃ ১৩৭৬.৭৯ লক্ষ**
২। নদী তীর প্রতিরক্ষা মূলক কাজ	**ঃ ২.৩৫০ কিঃমিঃ**
৩। বাঁধ নির্মাণ	**ঃ ২০.৩০০ কিঃমিঃ**
৪। ওয়্যার	**ঃ ১টি**
৫। রেগুলেটর	**ঃ ১টি**
৬। ইনলেট	**ঃ ৫টি**
৭। আউটলেট	**ঃ ১০টি**
৮। খাল খনন	**ঃ ২৫.০০ কিঃমিঃ**
৯। প্রকল্পের আরম্ভ	**ঃ ২০০০-২০০১**
১০। প্রকল্পের সমাপ্তি	**ঃ ২০০৪-২০০৫**